বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

WASA
চট্টগ্রাম ওয়াসা

চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ওয়াসা ভবন, ওয়াসা সার্কেল, দামপাড়া, চট্টগ্রাম।

www.ctg-wasa.org.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ওয়াসা ভবন, ওয়াসা সার্কেল, দামপাড়া, চট্টগ্রাম।
web : www.ctg-wasa.org.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

মাননীয় মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ এর উদ্যোগে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা রইল।

চট্টগ্রাম ওয়াসা মূলত একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে চট্টগ্রাম ওয়াসা দৈনিক ১৩ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করা হতো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রাম মহানগরীর জনসাধারণের দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য গত ১২ বছরে শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার-১, শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার-২ এবং শেখ রাসেল পানি শোধনাগার নামে ০৩টি মেগা প্রকল্পসহ আরো কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দৈনিক ৫০ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কর্ণফুলী নদীর পশ্চিম তীরে কোরিয়ান রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা, কাফকো, সিইউএফএল, চাইনিজ ইকোনমিক জোনসহ দক্ষিণ চট্টগ্রামে গড়ে উঠা শিল্প এলাকাসমূহে পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে ''ভান্ডাল জুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প'' বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

চট্টগ্রাম মহানগরীর সকল জনগণকে আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার আওতায় আনার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম ওয়াসা চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়) শীর্ষক একটি প্রকল্পও বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। আশা করি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হবে এবং চট্টগ্রাম মহানগরী নাগরিক পর্যায়ের নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহের রোল মডেল হিসেবে মর্যাদা লাভ করবে।

আমি ওয়াসার এ উদ্যোগে "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২"-এর প্রকাশনায় সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

মোঃ তাজুল ইসলাম
মাননীয় মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকৌশলী এ,কে,এম, ফজলুল্লাহ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
চট্টগ্রাম ওয়াসা

বাণী

চট্টগ্রাম ওয়াসার উদ্যোগে "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২" প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। পাহাড় ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম নগরী তথা বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম। যেকোন শহর বা জনপদ বিস্তৃত হয়ে থাকে সে এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহের উন্নতর ব্যবস্থার মাধ্যমে। চট্টগ্রাম শহরে ৫০ লক্ষ বাসিন্দার পানির চাহিদা মেটানোর গুরু-দায়িত্ব পালন করে থাকে চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রাম ওয়াসা বিগত ১২ বছরে "শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার-১", "শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার-২" এবং "শেখ রাসেল পানি শোধনাগার" সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী চট্টগ্রামের পানির সমস্যা সমাধানে উপরিউক্ত মেগা প্রকল্পসহ আরও কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ৪৬ কোটি লিটারে উন্নীত করেছে। ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কর্ণফুলী নদীর পশ্চিম তীরে কোরিয়ান রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা, কাফকো, সিইউএফএল, চাইনিজ ইকোনমিক জোনসহ দক্ষিণ চট্টগ্রামে গড়ে উঠা শিল্প এলাকাসমূহে পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে "ভান্ডাল জুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প" বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে চট্টগ্রাম ওয়াসা'র কার্যক্রম মূলত সুপেয় ও নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ ছিল, স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা স্থাপনে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ২০১৭ সালে চট্টগ্রাম মহানগরীর সকল জনগণকে আধুনিক পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থার আওতায় আনার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম ওয়াসা পুরো মহানগরীর পরিকল্পিত ড্রেনেজ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ড্রেনেজ ও স্যানিটেশন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে। "চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম ওয়াসা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসারে প্রণীত পানির মান সম্পর্কিত বাংলাদেশ মানদন্ড অনুযায়ী সরবরাহকৃত পানির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করে। পানি উৎপাদন ব্যবস্থার আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতিস্বরূপ চট্টগ্রাম ওয়াসা বাংলাদেশের প্রথম পানি সরবরাহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ISO 9001:2015 অর্জন করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম ওয়াসা এসএমএস এর মাধ্যমে সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দকে বিল সংক্রান্ত তথ্য প্রদান, অনলাইনে বিল পরিশোধ, মোবাইল অপারেটর এবং ই-পেমেন্ট ওয়ালেট যেমন: নগদ, বিকাশ ইত্যাদির মাধ্যমে বিল পরিশোধ, অনলাইনে অভিযোগ দাখিল এবং অভিযোগ ট্রাকিং সিস্টেমসহ অন্যান্য ডিজিটাল সেবা চালু করেছে।

পানি উৎপাদনের সাথে সাথে পানি অপচয় রোধ এবং নিয়মিত পানির বিল পরিশোধের জন্য গ্রাহকদের সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করা প্রয়োজন। আমি আশা করি চট্টগ্রাম ওয়াসা'র প্রত্যেক কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ সকলে এ সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য তাদের দায়িত্ব সেবার মানসিকতা নিয়ে যথাযথভাবে পালন করবে এবং এ শহরের জনগনকে নিয়মিত পানির কর পরিশোধ, পানির ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া ও অপচয় রোধ করে সিস্টেম লস কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণে সক্ষম হবে।

আমি ওয়াসার এ উদ্যোগে "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২"-এর প্রকাশনায় সার্বিক সফলতা কামনা করি।

প্রকৌশলী এ,কে,এম, ফজলুল্লাহ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
চট্টগ্রাম ওয়াসা

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা

প্রকৌশলী এ,ক,এম, ফজলুল্লাহ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
চট্টগ্রাম ওয়াসা

উপদেষ্টা মন্ডলী

তাহেরা ফেরদৌস বেগম
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন)

মো: ছামসুল আলম
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ)

মাকসুদ আলম
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রকৌশল)

আহবায়ক

শাহেদা ফাতেমা চৌধুরী
সচিব

সহযোগিতায়

মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মো: নাজিম উদ্দিন
উপ- সচিব
মো: ইউসুফ
নির্বাহী প্রকৌশলী
কাজী নূরজাহান শীলা
জনসংযোগ কর্মকর্তা

গ্রাফিক্স ডিজাইন

সায়েম আহমেদ

মূদ্রণে :

মেসার্স রিয়াদ প্রিন্টিং প্রেস
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রাম ওয়াসা বোর্ড

Board Of Chattogram Wasa

প্রফেসর ডঃ প্রকৌশলী মো. জাহাঙ্গীর আলম
চেয়ারম্যান
প্রতিনিধি: গ্রাহক
০১৮৪০ ৭৬২৫৪৪

মুহাম্মদ ইবরাহিম
বোর্ড সদস্য
প্রতিনিধি: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
০১৭৫৬ ৫৫০২২০

হাসান খালেদ ফয়সাল
বোর্ড সদস্য
প্রতিনিধি: ঋণ ব্যবস্থাপনা, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
০১৭৩২ ২০০৪৪২

মো. জহুরুল আলম
বোর্ড সদস্য
প্রতিনিধি: চট্টগ্রাম শিল্প ও বণিক সমিতি
০১৭১২ ৯৭২৬২৯

সিদ্ধার্থ বড়ুয়া এফসিএ
বোর্ড সদস্য
প্রতিনিধি: ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্ট অব বাংলাদেশ
০১৮১৯ ৩১৩৭৫৮

প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন
বোর্ড সদস্য
প্রতিনিধি: ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন চট্টগ্রাম কেন্দ্র
০১৮১৬ ৯১১০১৭

নাজমুল হক ডিউক
বোর্ড সদস্য
প্রতিনিধি: চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
০১৮১৯ ৩১২৮০৯

আফরোজা কালাম
বোর্ড সদস্য
প্রতিনিধি: চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
০১৮১৯ ৯৪০৩৯২

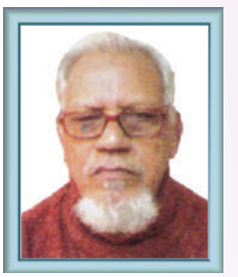

এ.এম আনোয়ারুল কবির
বোর্ড সদস্য
প্রতিনিধি: বাংলাদেশ বার কাউন্সিল
০১৭১১ ৩৯৫১৯১

মহসীন কাজী
বোর্ড সদস্য
প্রতিনিধি: বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন
০১৮১৯ ৮৩৩৮২৭

ডা: শেখ মোহাম্মদ শফিউল আজম
বোর্ড সদস্য
প্রতিনিধি: বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন
০১৭১১ ৭৫০৭২৭

জাফর আহমেদ সাদেক
বোর্ড সদস্য
প্রতিনিধি: ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স
০১৭১১ ৩৯০৯৬৪

প্রকৌশলী এ কে এম ফজলুল্লাহ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বোর্ড সদস্য
০১৮১৯ ৩৪৫২১৫

Certificate of Registration

This certificate has been awarded to

Chattogram Water Supply and Sewerage Authority (CWASA)

Chattogram WASA, M.M. Ali Road WASA Bhaban, Dampara, Chattogram-4000, Bangladesh

in recognition of the organization's Quality Management System which complies with

ISO 9001:2015

The scope of activities covered by this certificate is defined below

Production of Potable Water

Certificate Number:
104928/A/0001/UK/En

Issue No:
1

Date of Issue: (Original)
22 February 2019

Expiry Date:
21 February 2022

Date of Issue:
22 February 2019

Issued by:

On behalf of the Schemes Manager

ISO 9001:2015 সনদ

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১.	চট্টগ্রাম ওয়াসার ভিশন ও মিশন	৮
২.	এক নজরে চট্টগ্রাম ওয়াসা	৮-১০
৩.	মানব সম্পদ উন্নয়ন	১০
৪.	সংস্থার বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য	১১-১৪
৫.	মাসিক আয়-ব্যয় প্রতিবেদন	১৫
৬.	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক বিবরণীঃ	১৬
৭.	চট্টগ্রাম ওয়াসার কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরন	১৭-২৩
৮.	চট্টগ্রাম ওয়াসা'র অর্জন	২৪-২৮
৯.	শেখ রাসেল পানি শোধনাগার" এর পরিচিতি	২৯-৩৭
১০.	শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার-১	৩৮-৫২
১১.	ভান্ডাল জুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প	৫৩-৫৬
১২.	সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র বিমোচন এবং উপকারভোগী	৫৭
১৩.	চট্টগ্রাম ওয়াসার ও বিভিন্ন এনজিও এর নিরাপদ পানি সরবরাহ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা	৫৮-৫৯
১৪.	২০০০ সাল থেকে ডিএসকে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেওয়া ওয়াসার ওয়াটার পয়েন্ট এর তালিকা	৬০
১৫.	ক্যাটালগ-২০২২	৬১
১৬.	অ্যালবাম	৬২-৬৮

১. ভিশন ও মিশন ঃ

ভিশন ঃ নগরবাসীর ক্রয়সীমার মধ্যে নিরাপদ ও কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
মিশন ঃ বিশ্বস্থতার সাথে পরিবেশবান্ধব উপযুক্ত প্রযুক্তি ও দক্ষ জনশক্তি ব্যবহার করে গুণগতমান সম্পন্ন পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সেবা প্রদান।

এক নজরে চট্টগ্রাম ওয়াসা

১। চট্টগ্রাম ওয়াসা জন্মলগ্ন থেকে চট্টগ্রাম নগরবাসীকে সুলভ মূল্যে সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও চট্টগ্রাম ওয়াসা নগরবাসীকে পানি সরবরাহের জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
চট্টগ্রাম ওয়াসা একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যা বন্দর নগরী চট্টগ্রামের প্রায় ৩১.৫৮ লক্ষ লোকের পানি সরবরাহরে জন্য নিয়োজিত। বর্তমানে এ সংস্থায় ৬৩৪ জন স্থায়ী এবং ৪২ জন অস্থায়ী কর্মকর্তা/ কর্মচারী বিভিন্ন পদে কর্মরত আছে।

২। সাংগঠনিক কাঠামোঃ

পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৯৬ (৬ নং আইন) এর আওতায় ১৩ জন বহিঃ সদস্য নিয়ে ওয়াসা বোর্ড গঠিত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের ১ জন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ৩ জন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রকৌশল) উইং এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁদের অধীনে সচিব, বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক, প্রধান প্রকৌশলী দায়িত্ব পালন করছেন। চট্টগ্রাম ওয়াসার ১১১৯টি পদ সম্মলিত সাংগঠনিক কাঠামো ১৪/১২/২০২০ তারিখে অনুমোদিত হয়। মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা এবং জুন '২০২৩ এ শূন্য পদের বিবরণ নিম্নরূপঃ

পদের বিবরণ	মঞ্জুরীকৃত পদ	পূরণকৃত পদ	শূণ্য পদের সংখ্যা
১ম শ্রেণী	১২৬	৫৮	৭২
২য় শ্রেণী	৬৮	৩৭	৩২
৩য় শ্রেণী	৪৬৫	২৫৪	২৩৬
৪র্থ শ্রেণী	৪৬০	২৪২	২২৫
মোট=	১১১৯	৫৫৪	৫৬৫

৩। পানি সরবরাহ ঃ-

- ⇨ চট্টগ্রাম নগরীর ১৬৮.২১ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় চট্টগ্রাম ওয়াসা পানি সরবরাহ করে থাকে।
- ⇨ চট্টগ্রাম ওয়াসার দৈনিক বিতরনকৃত পানির পরিমান প্রায় ৪৫০ এম এল ডি। ভূ-উপরিস্থ উৎস ৮০% এবং ভূ-গর্ভস্থ উৎস ২০%।
- ⇨ চালুকৃত গভীর নলকূপের সংখ্যা- ৪৯টি। পানি শোধনাগার ৩টি। ৩ টি ভূ-উপরিস্থ (মোহরা) পানি শোধনাগার এবং অপর ১ টি ভূ-গর্ভস্থ (কালুরঘাট) পানি শোধনাগার।
- ⇨ পানি Transmission এবং Distribution এর জন্য চট্টগ্রাম ওয়াসায় ৭৭০ কিলোমিটার পানির লাইন আছে। ২ টি পাম্পিং স্টেশন (High Lift & Booster), ১৪ টি রিজার্ভার, ৩টি Elevated Water Storage tanks এবং ৬৮৯ টি Public Hydrants আছে।
- ⇨ পানি পরিবহনের ট্যাংক গাড়ী আছে ১১ টি।
- ⇨ পানির সংযোগ সংখ্যা ৭৪,৩৩০ (জুন, ২০১৯ পর্যন্ত)।
- ⇨ পানির বিলের আবাসিক হার ১২.৪০ টাকা প্রতি ঘন মিটার এবং অনাবাসিক হার ৩০.৩০ টাকা প্রতি ঘন মিটার।

৪। পানি প্রাপ্তি সংক্রান্ত গ্রাহক অভিযোগ ঃ-

যেহেতু চট্টগ্রাম ওয়াসার পানি সরবরাহ অপ্রতুল, প্রায় প্রতিদিনই রেশনিং করে বিভিন্ন জায়গায় পানি সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া সার্ভিস নেটওয়ার্ক পাইপ লাইনগুলো পুরানো বিধায় লিকেজ দেখা যায়। এ জন্য গ্রাহকদের এ সংক্রান্ত অভিযোগগুলো আমলে নিয়ে সমাধানের জন্য মড-১/মড-২ / মড -৩/ মড -৪ এর কর্মকর্তাগণ নিয়োজিত আছে। তারা সরাসরি এবং টেলিফোনের মাধ্যমে গ্রাহকদের বিভিন্ন অভিযোগ গ্রহণ এবং সমস্যার সমাধান করেন। এতদভিন্ন ওয়াসার সকল পর্যায়ের প্রকৌশলীগণের অফিসে যে কোন সময় যে কোন গ্রাহক অভিযোগ নিয়ে আসলে তা সাদরে গ্রহণ করা হয় এবং সমাধানের ব্যবস্থা নেয়া হয়। মড-১ / মড-২ / মড -৩/ মড -৪ কর্তৃক বিগত অর্থ বছরে সর্বমোট ৫০৭২টি অভিযোগ লিপিবদ্ধসহ সমস্যা সমাধান করা হয়।

৫। মিটার এবং বিল সংক্রান্ত অভিযোগ ঃ-

অফিস চলাকালীন সময়ে রেভিনিউ শাখায় বিভিন্ন সময়ে গ্রাহকদের বিভিন্ন অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। গত অর্থ বছরে গ্রাহকের অভিযোগের প্রেক্ষিতে মোট ২০০০ টি মিটার পরিবর্তন করা হয়েছে। তাছাড়া মিটার পরিদর্শনের সময়ও বিভিন্ন গ্রাহকের অভিযোগ সরাসরি গ্রহণ করা হয়।

৬। ভ্রাম্যমাণ আদালত ঃ-

অবৈধ পানি ব্যবহারকারীদের কারণে গ্রাহকদের পানি প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি হলে গ্রাহক কর্তৃক অভিযোগের প্রেক্ষিতে এবং সময় সময় প্রোগ্রাম করে চট্টগ্রাম ওয়াসায় নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেট /ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে উক্ত অবৈধ সংযোগ কর্তনের মধ্য দিয়ে বৈধ গ্রাহকদের পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়।

৭। গৃহীত গ্রাহক বান্ধব কর্মকান্ড ঃ-

- ⇨ মিটার পরিদর্শক, রাজস্ব তত্ত্বাবধায়ক ও রাজস্ব কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে গ্রাহকদের সভা।
- ⇨ সম্মানিত গ্রাহকদের সাথে বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে ও তাদের সমস্যাদি জানার জন্য আলোচনা সভা।
- ⇨ গ্রাহক সেবার লক্ষ্যে সম্প্রতি পূর্বের ওয়েবসাইট পরিবর্তন করে (www.ctg-wasa.org.bd) এবং ওয়েবমেইল (info@ctg-wasa.org.bd) এর উদ্বোধন করা হয়েছে।
- ⇨ মোবাইল ফোন অপারেটর (গ্রামিনফোন/রবি/বাংলালিংক) এর মাধ্যমে গ্রাহকগন ঘরে বসে পানির বিল পরিশোধ করতে পারবেন ।
- ⇨ ওয়েব সাইটে বিভিন্ন তথ্যাদি এবং গ্রাহকের নিজস্ব বিল সম্পর্কে জানার ব্যবস্থা আছে।
- ⇨ ওয়াসা ভবনে প্রবেশের মুখে অফিস চলাকালীন সময়ে গ্রাহকদের তথ্যাদি জানার জন্য সার্বক্ষণিক একজন কর্মচারী অনুসন্ধান টেবিলে দায়িত্বপালন করেন। এছাড়া অনুসন্ধান টেবিলের সামনে অফিস বিন্যাসের তথ্য সম্বলিত বোর্ড আছে।
- ⇨ প্রতি মঙ্গলবার ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর কক্ষে সকাল ১১.০০ টা হতে ১২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত গ্রাহকদের অভিযোগ নিয়ে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়।

৮। ই-সেবাসমূহঃ

- গ্রাহকগন ঘরে বসে চট্টগ্রাম ওয়াসার ওয়েবসাইট (www.ctg-wasa.org.bd) থেকে বিলের কপি সংগ্রহ করে সে কপি দিয়েও নির্দিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে পানির বিল পরিশোধ করতে পারবেন।
- বিল পরিশোধ করা হলে ই-পেমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রাহকের নিজস্ব ডাটাবেইজ স্বয়ংক্রীয় ভাবে আপডেট হয়ে যাবে। ফলে গ্রাহকগন তৎক্ষনাৎ পরিশোধিত বিলের তথ্যাদি চট্টগ্রাম ওয়াসার ওয়েবসাইটে দেখতে পারবেন।
- প্রতি মাসে গ্রাহকগনকে মোবাইলের এস এম এস এর মাধ্যমে তাঁদের মাসিক বিলসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জানানো হয়।
- চট্টগ্রাম ওয়াসার ওয়েবসাইটের Complain Box এ বা ই-মেইল করুন ঃ info@ctg-wasa.org.bd এই ঠিকানায় অথবা সরাসরি ৬১৬৭৬৮,৬১৬৫৯২,৭২৪৮৭৫ নম্বরে অথবা হটলাইন -০৯৬১২৫০০৮০০ নম্বরে ফোনের মাধ্যমে গ্রাহকগন তাদের অভিযোগ জানাতে পারবেন।

৯। গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগঃ-

১) গ্রাহকদের সাথে মতবিনিময় সভা।
২) টেলিভিশনে বিভিন্ন তথ্যাদি প্রচার।
৩) নতুন প্রজন্মকে পানি ব্যবহার, পানি অপচয় রোধ প্রভৃতি ব্যাপারে সচেতন করার জন্য চট্টগ্রাম মহানগরীর স্কুল ছাত্র/ছাত্রীদের সাথে মত

বিনিময় ও এতদসংক্রান্ত ভিডিও প্রদর্শন।

৪) গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি ও নৈতিকতা বজায় রাখার জন্য নির্দেশনা দেয়া।

৫) মোবাইল ফোনে এস এম এস প্রদানের মাধ্যমে ।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

একটি সংস্থার মানব সম্পদ হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ন সম্পদ। চট্টগ্রাম ওয়াসার কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কারিগরী জ্ঞান ও ধারনাকে অবলম্বন করে চট্টগ্রাম ওয়াসার কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে বৈদেশিক/অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়। ২০২১-২০২২অর্থ বছরে ২০জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং ৫৬০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের অর্জন/সাফল্যঃ

প্রকৌশল উইং

বর্তমানে চট্টগ্রাম ওয়াসায় ৩টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্প ৩টি হলোঃ-

১। কর্ণফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্প (ফেইজ-২):- জাইকা,জাপান এর অর্থায়নে এ প্রকল্পের আওতায় দৈনিক ১৪.৩০ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন পানি শোধনাগার, রিজার্ভার, ট্রান্সমিশণ ও কনভেয়েন্স পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। ডিষ্ট্রিবিউশন পাইপলাইন প্রতিস্থাপন ও পুর্নবাসন কাজ শেষ হয়েছে। পানি শোধনাগার নির্মাণের ফলে পাইপলাইন নেটওয়ার্কে পানি সরবরাহের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়ানো হয়েছে। এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম ওয়াসা চাহিদার শতভাগ পুরণের সক্ষমতা অর্জন করেছে।

২। ভান্ডাল জুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প:- উউঈঋ, কোরিয়া এর অর্থায়নে এ প্রকল্পের আওতায় ৬ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। প্রকৌশল পরামর্শক কর্তৃক ডিটেইল ডিজাইন অনুযায়ী বাস্তব কাজ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ঠিকাদার কর্তৃক নির্মাণ কাজ চলমান আছে । প্রকল্পটি ২০২৩ সাল নাগাদ সমাপ্ত হলে কর্ণফুলী নদীর বামতীরে শিল্পায়ন ও নগরায়ন বৃদ্ধি পাবে। এতে উক্ত এলাকায় জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমূহ দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

৩। চট্টগ্রাম মহানগরীতে নির্গত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনে চট্টগ্রাম ওয়াসা "চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" শীর্ষক ৩৮০৮.৫৮ কোটি টাকার প্রকল্পটি গ্রহণ করে। প্রকল্পটি গত ৭/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে প্রকল্পের স্যানিটেশন অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ চলছে।

২৪ প্রশাসন উইং

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৪টি বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং ১টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩টি বিভাগীয় মামলা চলমান রয়েছে। সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ০৪(চার)টি, যা কজলিষ্টে শুনানীর অপেক্ষায় আছে।

অর্থ উইং

(১) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২১৮টি গভীর নলকূপের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি বাবদ ১১.৮৮ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে (বকেয়াসহ)।

(২) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট ৪৬৬৭ টি নতুন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম ওয়াসার বাজেট

১. ভূমিকা:

চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী। চট্টগ্রাম মহানগরের বিপুল জনসংখ্যা, কলকারখানা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিরাপদ পানি সরবরাহের গুরু দায়িত্ব নিয়ে চট্টগ্রাম ওয়াসা অর্ডিন্যান্স ১৯৬৩ এর আওতায় চট্টগ্রাম ওয়াসা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৯৬ (৬ নং) এর আওতায় একে চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ নামে অভিহিত করা হয়, এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। চট্টগ্রাম ওয়াসা প্রতিষ্ঠার পর থেকে চট্টগ্রাম মহানগরীতে সার্বক্ষণিক পানি সরবরাহ করে যাচ্ছে। বতমানে চট্টগ্রাম শহরের পানির চাহিদা দৈনিক ৫০ কোটি লিটার এবং চট্টগ্রাম ওয়াসা দৈনিক ৪৫ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। সম্প্রতি গ্লোবাল ট্রেড লিডার্স ক্লাব, মাদ্রিদ স্পেন এর একটি অনলাইন জরিপে গ্রাহক চাহিদা পূরণ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরহে সক্ষমতার জন্য এ সংস্থাকে ইন্টারন্যাশনাল কনস্ট্রাকশন এওয়ার্ড পদক প্রদান করা হয়েছে। চট্টগ্রাম ওয়াসা বাংলাদেশের প্রথম পানি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতিস্বরুপ ইতোমধ্যে ISO 9001:2015 সনদ অর্জন করেছে।

২. ভিশন: সকল গ্রাহককে পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশনে উত্তম সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হওয়া।

৩. মিশন: বিশস্ততার সাথে পরিবেশবান্ধব উপযুক্ত প্রযুক্তি ও দক্ষ জনশক্তি ব্যবহার করে গুণগতমান সম্পন্ন পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন সেবা প্রদান করা।

৪. কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ:

ক) চট্টগ্রাম মহানগরীতে আবাসিক, সামাজিক, দাপ্তরিক, শিল্পকারখানা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে পানি উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;

খ) চট্টগ্রাম মহানগরীতে পয়:প্রণালী অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক নাগরিক পয়:নিষ্কাশন সুবিধা প্রদান।

৫. প্রধান কার্যাবলী

ক) নিরাপদ ও সুপেয় পানির চাহিদা পূরণ এবং সে লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন:

খ) নন রেভিনিউ ওয়াটার যুক্তিসংগত মাত্রায় কমিয়ে রাজস্ব আয় ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি;

গ) প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে মান সম্পন্ন গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করা:

ঘ) দীর্ঘমেয়াদী পানি সরবরাহ, পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সঠিক ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ:

ঙ) পয়:সেবা নিশ্চত করার লক্ষ্যে যথাসম্ভব স্বল্পসময়ে পয়:প্রণালী ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা।

৬. বিগত তিনবছরের অর্জনসমূহ

- চট্টগ্রাম ওয়াসা ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসকল্পে ক্রমান্বয়ে গভীর নলকূপের সংখ্যা হ্রাস করছে এবং পানি উৎপাদনে ভূ-উপরিস্থ উৎস- নদীর পানিভিত্তিক পানির প্রকল্প গ্রহণ করছে। পানির গুণাগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৭২০০টি গ্রাহকের পয়েন্টে এবং ৪০টি গভীর নলকূপ পয়েন্টে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং এখনও অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া ও পানি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় পাইপ লাইন সম্প্রসারণ করা হচ্ছে, বর্তমানে ওয়াসার গ্রাহক সংযোগ সংখ্যা ৭৪৫৮৯:

- চট্টগ্রাম ওয়াসা নভেম্বর ২০১৮ মাসে ৯ কোটি লিটার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন "শেখ রাসেল পানি শোধনাগার প্রকল্প" চালু করেছে যার ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়েছে।
- চট্টগ্রাম ওয়াসা ই-সেবার আওতায় বিভিন্ন ফলপ্রসূ কার্যক্রম চালু করেছে। যেমন: গ্রাহক ঘরে বসে ওয়েবসাইট থেকে বিল সংগ্রহ ও পরিশোধ করা, মোবাইল অপারেটরদের মাধ্যমে ই-পেমেন্ট, গ্রাহক হয়রানীরোধে অনলাইন তথ্য সরবরাহ (গ্রাহক অভিযোগ ট্রাকিং সিস্টেম), মাসিক বিল ও পরিশোধ নিশ্চিতকরণ এস এম এস প্রদান ইত্যাদি। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে চট্টগ্রাম ওয়াসা অনলাইনে পানির সংযোগ সেবা চালু করেছে।
- চট্টগ্রাম ওয়াসা সর্বস্তরের গ্রাহকের মাঝে সুপেয় পানি সরবরাহের উদ্দ্যেশে ৬ টি পানির এটিএম বুথ স্থাপন করেছে যার ফলে কম খরচে গ্রাহকদের মাঝে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা সম্ভবপর হচ্ছে।

৭. সংস্থার KPI:

- বর্তমানে নতুন প্রকল্পের পানির চাপ বেশি হওয়ায় পাইপ লাইন লিকেজ বৃদ্ধি পাচ্ছে এতে চট্টগ্রাম ওয়াসা নন রেভিনিউ ওয়াটার ২২% হতে ২৫% এ বৃদ্ধি পাবে তবে এটি ২০% এ হ্রাস করার জন্য টেলিমিটারিং পদ্ধতিসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হচ্ছে।
- বিগত বছরগুলোতে ৭৫২ কি:মি: পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে এবং মদুনাঘাট প্রকল্প এর আওতায় আরো ১০৬ কিলোমিটার ট্রান্সমিশন

ও ডিস্ট্রিবউশন পাইপলাইন নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। ৫০০ কি:মি: পাইপলাইন পুনর্বাসন করা হয়েছে। KWSP-2 প্রকল্পের আওতায় নগরীতে বিভিন্ন সাইজের ৬০০ কিলোমিটার পুরানো পাইপ পুনর্বাসন করে নতুন পাইপ বসানোর কাজ চলছে, ইতোমধ্যে ৫০০ কি:মি: নতুন পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে;

- বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস ব্যবহারের মাধ্যমে গভীর নলকূপের ব্যবহার কমিয়ে আনা হচ্ছে, এতে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব কমবে।

৮. সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

- চট্টগ্রাম ওয়াসা বর্তমানে লোকবল সংকটের জন্য বিভিন্ন লিকেজ, পানির লাইন সমূহ দ্রুত মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে বর্তমানে প্রতিমাসেই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লোকজনকে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে, যার ফলে লিকেজ, সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ দ্রুত সমাধান করা যাচ্ছে। এভাবে নিরাপদ পানি চট্টগ্রাম শহরের সকল এলাকায় পৌঁছানোর নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালু রয়েছে।
- পানির মিটারের সমস্যাসমূহ সমাধানের মাধ্যমে প্রকৃত খরচের হিসাবে গ্রাহকদের বিল করার সার্বিক প্রচেষ্টা চলছে। বিভিন প্রতিকূলতার মধ্যেও গ্রাহকসেবা বাড়ানোর জন্য ওয়াসা সেবা সপ্তাহ, গ্রাহক সমাবেশ, উন্নয়ন মেলা, ডিজিটাল মেলায় অংশগ্রহণ করছে।

সার্বিক আয়-ব্যয়

সংস্থার ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট,২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও অনুমোদিত বাজেট এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মোট আয়, মোট ব্যয়, মুনাফা/ঘাটতি:

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	মোট আয়	১৮৫৯৯.৫১	১৪৮১২.১৬	১৪৬৯৩.১১	১৪০৮৫.৭৫
২.	মোট ব্যয়	১৫৮৯৫.১৩	১৪২৪৪.১৬	১৩৮৮৭.৭২	১১১৪৫.৮৩
৩.	মুনাফা/ঘাটতি	২৭০৪.৩৮	৫৬৮.০০	৮০৫.৩৯	২৯৩৮.৯২

বাজেট পর্যালোচনা

খ.পরিচালন বৃত্তান্ত

২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার পানি আহরণের পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১২৮০০০০ লাখ ও ১৬৫৯৭০০ লাখ লিটার এবং আহরণকৃত সব পানির সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংস্থার পানি আহরণ ও সরবরাহের পরিমাণ ছিল ১১৯১৯০০ লাখ লিটার।২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরবরাহকৃত পানির পদ্ধতিগত লোকসান ছিল ২৪.৭৩% ।পক্ষান্তরে ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছরে এ পদ্ধতিগত লোকসান প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ২৪.৭৭% ও ২৫.০০% ।

২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১১৯.৩৭ কোটি ১৫৭.২৪ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংস্থার রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ছিল ১০৮.৮০ কোটি টাকা।পক্ষান্তরে, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে সংস্থার মোট পরিচালন ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১৪১.৮৪ কোটি ও ১৫৮.৩৫ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংস্থার পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১১১.৪৭ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে সংস্থার পরিচালন লোকসান প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে-২২.৪৭ কোটি ও -১.১১ কোটি টাকা।২০১৮-১৯ অর্থবছরে পরিচালন লোকসানের পরিমাণ ছিল-২.৬৭ কোটি টাকা।

গ. মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ

২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত উভয় বাজেটে সংস্থার অপরিচালন আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ২৮.৭৫ কোটি টাকা।২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকৃত অপরিচালন আয় ছিল ৩২.০৬ কোটি টাকা।২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে নীট মুনাফা প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৫.৬৮ কোটি ও ২৭.০৪ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংস্থার নীট মুনাফা পরিমাণ ছিল ২৯.৩৯ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে লভ্যাংশ ধার্য করা হযেছে যথাক্রমে ১.০০ ও ১.১০ কোটি টাকা করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংস্থা লভ্যাংশ

বাবদ কোন অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেনি।

২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার তহবিল সংগ্রহের প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৩৫.৯৫ কোটি ও ৭৫.৫১ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংস্থার তহবিল সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৩৬.৫১ কোটি টাকা।পক্ষান্তরে ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে সংস্থা কর্তৃক তহবিল ব্যবহারের প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ২৪.৫০ কোটি ও ৬৪.৬৮ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংস্থার তহবিল ব্যবহারে পরিমাণ ছিল ৯.২৮ কোটি টাকা। ফলশ্রুতিতে ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে তহবিল উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ১১.৪৫ ও ১০.৮৩ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উদ্বৃত্ত তহবিলের পরিমাণ ছিল ২৭.২৩ কোটি টাকা।

ঘ.মূল্যসংযোগ ও উৎপাদনশীলতা

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
১. ২. ৩	পরিচালন মুনাফা/লোকসান অবচয় বেতন ও ভাতাদি	লক্ষ টাকা ” ”	-১১০.৬৪ ১০১২.০৪ ৫১২৬.০৭	-২২৪৭.০২ ৯৯২.২০ ৫০৬৬.৫৭	-২৬৭.০৪ ৬৩৫.৭৯ ৪১৩০.২২
৪.	মোট মূল্যসংযোগ(১+২+৩)	লক্ষ টাকা	৬০২৭.৪৭	৩৮১১.৭৫	৪৪৯৮.৯৭
৫. ৬.	কর্মচারীর সংখ্যা কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগ	জন টাকা	১০৪৮ ৫৭৫১৪০	১০৪৮ ৩৬৩৭১৭	৬৮৭ ৬৫৪৮৭২

২০১৯-২০ সংশোধিত বাজেট ও ২০২০-২১ প্রাক্কলিত অর্থবছরের বাজেটে সংস্থার মোট মূল্যসংযোগ প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৩৮.১২ কোটি ও ৬০.২৭ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংস্থার মোট মূল্যসংযোগের পরিমাণ ছিল ৪৪.৯৯ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগ ছিল ৬,৫৪,৮৭২ টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগ হ্রাস পেয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ৩,৬৩,৭১৭ টাকা ও ৫,৭৫,১৪০ টাকা।

ঙ. বিনিয়োগ ও সঞ্চয়

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	সাময়িক ২০১৮-১৯
১. ২. ৩.	বিনিয়োগ সংরক্ষিত আয় (নীট মুনাফা বাদ লভ্যাংশ) অবচয়	লক্ষ টাকা ” ”	৬২৯৮.৪০ ২৮৯৪.৩৮ ১০১২.০৪	২২৯০.৪১ ৪৬৮.০০ ৯৯২.২০	৯২৮.১৭ ২৯৩৮.৯২ ৬৩৫.৭৯
৪.	মোট সঞ্চয়(২+৩)	লক্ষ টাকা	৩৬০৬.৪২	১৪৬০.২০	৩৫৭৪.৭১

২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে বিনিয়োগ প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ২২.৯০ কোটি ও ৬২.৯৮ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংস্থার বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৯.২৮ কোটি টাকা।২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে সঞ্চয় প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১৪.৬০ কোটি ও ৩৬.০৬ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৩৫.৭৫ কোটি টাকা।

চ. মূলধন কাঠামো

৩০জুন ২০১৯ এর সাময়িক হিসাবের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত স্থিতিপত্র অনুযায়ী ঋণ-মূলধনের অনুপাত ছিল ৯৫:৫ এবং চলতি অনুপাত ও ত্বরিত সম্পদ অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৫.৩১:১ ও ১.৯৬:১। ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে সংস্থার মোট সম্পদের পারমাণ ছিল ৪৩০৮.৭৩ কোটি টাকা। ৩০ জুন ২০২০ ও ৩০ জুন ২০২১ এ সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ৪৫৪৫.৮০ কোটি ও ৪৮৪৫.১৭ কোটি টাকা।

ছ. রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অবদান

২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে লভ্যাংশ ও অন্যান্য খাতে সংস্থা কর্তৃক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১.৬০ ও ১.৭০ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লিখিত খাতে সরকারি কোষাগারে কোন অর্থ জমা প্রদান করেনি।

জ. জনবল

২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ উভয় অর্থবছরে জনবলের সংখ্যা প্রাক্কলন করা হয়েছে ১০৪৮ জন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংস্থার ১০৪৮ টি

অনুমোদিত পদের বিপরীতে প্রকৃত জনবলের সংখ্যা ছিল ৬৮৭ জন। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে বেতন ও ভাতাদি খাতে ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৫০.৬৭ কোটি ও ৫১.২৬ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বেতন ও ভাতাদি খাতে সংস্থার ব্যয় হয় ৪১.৩০ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি গড় বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৪,৮৩,৪৫১ টাকা ও ৪,৮৯,১২৯ টাকা।২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি গড় বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ ছিল ৬,০১,১৯৭ টাকা।

প্রতিটি খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।

মাসিক আয়-ব্যয় প্রতিবেদন

আর্থিক সাল ২০২১-২০২২ (জুলাই'২১ হতে জুন'২২ পর্যন্ত)।

বিবরণ	লক্ষ টাকায়							
	বাজেট লক্ষ্যমাত্রা (১২মাস)	জুলাই'২১ হতে মার্চ'২২ মোট (৯ মাস)	এপ্রিল,২২	মে,২২	জুন,২২	মোট (১২ মাস)	শতকরা হার (অর্জিত)	
পানিকর আদায়		৯,৯৯০.৮১	১,১৯৪.৯০	১,২৮১.২৩	১,৯৬০.৮৯	১৪,৪২৭.৮৩		
খোলা-পানি (চ.ওয়াসা গাড়ির মাধ্যমে) আদায়		৭১.৯৪	৮.৯৬	২.৯৮	৪.৩৭	৮৮.২৫		
ক) পানি বিক্রয় খাতে মোট আয়ঃ	১৮,০৫৫.০০	১০,০৬২.৭৫	১,২০৩.৮৬	১,২৮৪.২১	১,৯৬৫.২৬	১৪,৫১৬.০৮	৮০.৪০	%
পানি কর হতে সারচার্জ		১৮১.৬৪	২৪.৯৭	২৯.৬৯	৩৬.৬৪	২৭২.৯৪		
গভীর নলকূপের লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি		৯৬০.৮২	৭৬.৮৪	৪৬.৭৮	৫৫.৯৮	১,১৪০.৪২		
উন্নয়ন চার্জ		১২৪.৬৯	১৩.৮৫	১১.২২	১৬.১২	১৬৫.৮৮		
মিটার মূল্য		২৬৮.২৮	৩৩.০২	৩১.৬৭	৩৬.৫২	৩৬৯.৪৯		
সেডেল মূল্য		১০০.৮২	১০.০৮	৮.৭৮	১৩.৬০	১৩৩.২৮		
বিবিধ খাত (নতুন সংযোগ ফি,ফরম সমূহের মূল্য ওঅন্যান্য)		১২৫.৬৯	১২.৯২	১০.০৬	১৪.৯০	১৬৩.৫৭		
স্থায়ী আমানত নগদায়ন		৪৯.৪৫	-	-	-	৪৯.৪৫		
খ) অন্যান্য আয়সমূহ (আমানতের আয় ব্যতীত)	২,৯৫৯.৫০	১,৮১১.৩৯	১৭১.৬৮	১৩৮.২০	১৭৩.৭৬	২,২৯৫.০৩	৭৭.৫৫	%
		-						
মোট আয় (ক+খ) (প্রকৃত আয়) =	২১,০১৪.৫০	১১,৮৭৪.১৪	১,৩৭৫.৫৪	১,৪২২.৪১	২,১৩৯.০২	১৬,৮১১.১১	৮০.০০	%
		-						
গ) আমানতের আয়	১,২০০.০০	৪২০.০১	১৫৭.৬৭	৭.১৬	২৭১.৯৮	৮৫৬.৮২	৭১.৪০	%
সর্বমোট আয় (প্রকৃত আয়+আমানতের আয়)	২২,২১৪.৫০	১২,২৯৪.১৫	১,৫৩৩.২১	১,৪২৯.৫৭	২,৪১১.০০	১৭,৬৬৭.৯৩	৭৯.৫৩	%

অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী ব্যয়ের প্রতিবেদন

বিবরণ	লক্ষ টাকায়							
	বাজেট লক্ষ্যমাত্রা (১২মাস)	জুলাই'২১ হতে মার্চ'২২ মোট (৯ মাস)	এপ্রিল,২২	মে,২২	জুন,২২	মোট (১২ মাস)	শতকরা হার(অর্জিত)	
বেতন ভাতা		২,৫৬২.৭৯	৪৬২.৯৬	২৬৬.৯৩	৪৩৫.৫৯	৩,৭২৮.২৭		
অধিকাল ব্যয়		৪৪০.২৩	৫৫.১৪	৪৪.৩৫	০.৭৯	৫৪০.৫১		
ক) মোট বেতন ও ভাতাদি (অধিকাল ভাতা সহ)	৫,৪২২.৭৯	৩,০০৩.০২	৫১৮.১০	৩১১.২৮	৪৩৬.৩৮	৪,২৬৮.৭৮	৭৮.৭২	%
		-						
বিদ্যুৎ বিল-পাম্প		৪,৬৫৮.৮৩	৫৯৬.৫০	৫৮৭.৩১	৬৫৮.৮৭	৬,৫০১.৫১		
বিদ্যুৎ বিল -অফিস		১৬.০৯	২.২৮	২.০৫	২.২২	২২.৬৪		
পেট্রোল ও জ্বালানী		৪৯.৮৯	৮.৬৮	১২.১৮	১৩.৭০	৮৪.৪৫		
কেমিক্যাল		৪৬৪.৯২	৬৫.৪৯	৮২.০৬	১৮৭.৩৯	৭৯৯.৮৬		
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ		৩১৪.২০	৬১.৮৭	৩৩.০৯	৩২১.৭৮	৭৩০.৯৪		
আনুষাঙ্গিক		১৩৭.৪৪	২৯.৪৫	৮.২৪	৩১.৩৮	২০৬.৫১		
বিবিধ		১৭৪.৯০	৮.৫১	৬.১৮	৯৯২.০১	১,১৮১.৬০		
খ) অন্যান্য খাতে রাজস্ব ব্যয়ঃ-	১০,৯৭৪.৪৮	৫,৮১৬.২৭	৭৭২.৭৮	৭৩১.১১	২,২০৭.৩৫	৯,৫২৭.৫১	৮৬.৮২	%
		-						
গ) মূলধন ব্যয়	৩,৮২৮.২৫	২,০০৪.৬৪	৫৫৮.১৮	৪২০.৪১	৪৬৯.৩৫	৩,৪৫২.৫৮	৯০.১৯	%
ঘ) অবচয়	২,৪৬৮.৫৭	-			২,৪৬৮.৫৭	২,৪৬৮.৫৭	১০০.০০	%
সর্বমোট ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ) =	২২,৬৯৪.০৯	১০,৮২৩.৯৩	১,৮৪৯.০৬	১,৪৬২.৮০	৫,৫৮১.৬৫	১৯,৭১৭.৪৪	৮৬.৮৮	%

লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আয়ের প্রতিবেদনঃ-

বিবরণ	বাজেট লক্ষ্যমাত্রা (১২মাস)	জুলাই'২১ হতে মার্চ'২২ মোট (৯ মাস)	এপ্রিল-২২	মে-২২	জুন,২২	মোট (১২ মাস)	শতকরা হার(অর্জিত)	
ক) পানি বিক্রয় খাতে মোট আয়-	১৮,০৫৫.০০	১০,০৬২.৭৫	১,২০৩.৮৬	১,২৮৪.২১	১,৯৬৫.২৬	১৪,৫১৬.০৮	৮০.৪০	%
খ) অন্যান্য আয়সমূহ (আমানতের আয় ব্যতীত)	২,৯৫৯.৫০	১,৮১১.৩৯	১৭১.৬৮	১৩৮.২০	১৭৩.৭৬	২,২৯৫.০৩	৭৭.৫৫	%
গ) আমানতের আয়-	১,২০০.০০	৪২০.০১	১৫৭.৬৭	৭.১৬	২৭১.৯৮	৮৫৬.৮২	৭১.৪০	%
সর্বমোট আয় (ক+খ+গ)(আমানতের আয় সহ) =	২২,২১৪.৫০	১২,২৯৪.১৫	১,৫৩৩.২১	১,৪২৯.৫৭	২,৪১১.০০	১৭,৬৬৭.৯৩	৭৯.৫৩	%
অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী ব্যয়ের প্রতিবেদনঃ-		-						
ক) মোট বেতন ও ভাতাদি (অধিকাল ভাতা সহ)	৫,৪২২.৭৯	৩,০০৩.০২	৫১৮.১০	৩১১.২৮	৪৩৬.৩৮	৪,২৬৮.৭৮	৭৮.৭২	%
খ) অন্যান্য খাতে রাজস্ব ব্যয়-	১০,৯৭৪.৪৮	৫,৮১৬.২৭	৭৭২.৭৮	৭৩১.১১	২,২০৭.৩৫	৯,৫২৭.৫১	৮৬.৮২	%
গ) মূলধন ব্যয়-	৩,৮২৮.২৫	২,০০৪.৬৪	৫৫৮.১৮	৪২০.৪১	৪৬৯.৩৫	৩,৪৫২.৫৮	৯০.১৯	%
ঘ) অবচয়-	২,৪৬৮.৫৭	-	-	-	২,৪৬৮.৫৭	২,৪৬৮.৫৭	১০০.০০	%
সর্বমোট ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ) =	২২,৬৯৪.০৯	১০,৮২৩.৯৩	১,৮৪৯.০৬	১,৪৬২.৮০	৫,৫৮১.৬৫	১৯,৭১৭.৪৪	৮৬.৮৮	%

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	খাত	লক্ষ্য মাত্রা (কোটি টাকায়)	আন্ত:কালীন অর্জন (কোটি টাকায়)	বকেয়া (কোটি টাকায়)	বকেয়া আদায়ের গৃহীত ব্যবস্থা
১।	পানি বিক্রয়	২৪৩.৯৯	১৮৯,৩৬	সরকারী ৮.৩০ বেসরকারী ৬৯.৪০ মোট ৭৭.৭০	বকেয়া আদায় কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন অংকের মেয়াদী বকেয়া আদায়ের নিমিত্তে মিটার পরিদর্শক, রাজস্ব তত্ত্বাবধায়কসহ রাজস্ব কর্মকর্তাদের সম্ভাব্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণসহ নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। বড় অংকের বকেয়া গ্রাহকদের বিরুদ্ধে সংযোগ বিচ্ছিন্ন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
২।	অন্যান্য আয়ঃ-				
(ক)	মিটার ও অন্যান্য	৬.০০	৪.১৬		
(খ)	উন্নয়ন চার্জ	১.৫০	১.৬৫		
(গ)	গভীর নলকুপ	১০.০০	১২.৫২		
(ঘ)	সংযোগ ফি	২.৫০	১.৯২		
(ঙ)	আমানতের উপর সুদ	৯.০০	৮.৯৭		
(চ)	সারচার্জ	৩.০০	৩.৪৬		
(ছ)	বিবিধ	২.৫৩	১.৪৩		
	মোট অন্যান্য আয়	৩৪.৫৩	৩৪.১১		
	সর্বমোট রাজস্ব আয়	২৭৮.৫২	২২৩.৪৭		

চট্টগ্রাম ওয়াসার কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরন

পানি স্বাস্থ্য, জীবন ও সভ্যতার জন্য একান্ত অপরিহার্য। মানব-দেহের ৭০% এরও অধিক পানি। পানি অত্যন্ত মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। পৃথিবীতে চার ভাগের তিন ভাগ পানি থাকা সত্ত্বেও সুপেয় পানির পরিমান অত্যন্ত কম। সমগ্র পানির ১ ভাগেরও কম হচ্ছে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পানি। চট্টগ্রাম নগরীতে বসবাসরত সম্মানিত নাগরিকদের নিকট সেই জীবন ও সভ্যতা রক্ষাকারী পানি সরবরাহ করার গুরু দায়িত্বে নিয়োজিত চট্টগ্রাম ওয়াসা। ১৯৬৩ সালে চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত নগরবাসীকে সুপেয় ও নিরাপদ পানি সরবরাহ করে যাচ্ছে। এছাড়া শিল্প ও বানিজ্যিক স্থাপনায় যথাযথ পানি সরবরাহ করে চট্টগ্রামকে শিল্প ও বানিজ্যিক নগরী হিসেবে গড়ে তোলায় চট্টগ্রাম ওয়াসা সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

২। ইতিহাস :

প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্বে কর্ণফুলী নদীর তীরে চট্টগ্রাম শহরের গোড়াপত্তন। সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতায় এ শহর ক্রমশঃ বন্দর নগরী হিসেবে গুরুত্বপূর্ন হয়ে উঠে। অবিভক্ত ভারতবর্ষে কলকাতা বন্দরের পরপরই এ বন্দর গুরুত্ব লাভ করে। বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পথ ধরে বাড়তে থাকে জনসংখ্যা। চট্টগ্রাম শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালুর পূর্বে শহরের অধিবাসীগন বদর ঝরনা, শীতল ঝরনা, মতি ঝরনা, মাছুয়া ঝরনা প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঝরনার পানির ওপর নির্ভরশীল ছিল। ১৮৯২ সালের পর যখন চট্টগ্রামে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয় তখন থেকে চট্টগ্রাম শহরে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা শুরু হয়। ১৯২৯ সালে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ফয়েজলেক থেকে পানি নিয়ে স্লো-সেন্ড ফিল্টার ইউনিটের সাহায্যে দৈনিক ১.৮ মিলিয়ন লিটার ক্ষমতার একটি পানি শোধনাগার নির্মাণ করে। পরবর্তীতে পৌরসভা এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর শহরের জনসাধারণের মধ্যে পানি সরবরাহের দায়িত্ব নেয়। চট্টগ্রাম ওয়াসা গঠনের পূর্বে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল ও চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক ২৫টি গভীর নলকূপের সাহায্যে দৈনিক প্রায় ২ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করত। শহরের জনসাধারণ, শিল্প-কলকারখানার চাহিদা অনুযায়ী বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের প্রয়োজনে ১৯৬৩ সালের ৮ নভেম্বর ইপি অর্ডিন্যান্স নং ২৯ বলে চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়:প্রণালী কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

৩। চট্টগ্রাম ওয়াসা গঠনের উদ্দেশ্য:

ওয়াসা গঠনের অধ্যাদেশ অনুযায়ী চট্টগ্রাম ওয়াসার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-

- গৃহস্থালী, শিল্পকারখানা ও বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে নিরাপদ পানি সরবরাহের প্রয়োজনীয় ভৌত-অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারন, পরিচালন ও সংরক্ষন।
- পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ, পরিচালন ও সংরক্ষন।
- বৃষ্টি, বন্যা ও ভূ-উপরিস্থ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ, পরিচালন ও সংরক্ষন।
- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ।

ওয়াসার উদ্দেশ্যসমুহ বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এযাবত চট্টগ্রাম ওয়াসা'র কার্যক্রম প্রধানত: সুপেয় ও নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ ছিল। তবে চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ উন্নয়ন ও পয়:নিষ্কাশন প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম শহরের জন্য স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রণয়নকৃত মাস্টারপ্ল্যানের সুপারিশ অনুযায়ী, শহরের ০১ টি জোনের জন্য **চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়)** শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৭/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে চট্টগ্রাম ওয়াসার পয়:নিষ্কাশন কর্মকান্ডের সুচনা হয়েছে।

৪। প্রশাসনিক কাঠামো :

অধিক স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ অনুযায়ী ৩০ জুলাই ২০১২ সালে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট পূর্নাঙ্গ বোর্ড গঠন করা হয় । গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ইন্সটিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, ইন্সটিটিউশন অফ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ, ইন্সটি-টিউশন অফ চার্টার্ড একাউটেন্টস বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চট্টগ্রাম ওয়াসা এ বোর্ডের সদস্য।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রশাসনিক প্রধান। যার অধিনে উইং প্রধান হিসেবে রয়েছেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন), উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রকৌশল), উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ)। উইং প্রধানগন নিজ নিজ উইং এর কাজকর্ম পরিচালনা করেন।

৫। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পানির চাহিদা ও সরবরাহ

সাল	চাহিদা (কোটি লিটার)	উৎপাদন সক্ষমতা (কোটি লিটার)
২০০৯	৩৭	১৪
২০১৭	৪০	৩০
২০২১	৪২	৫০

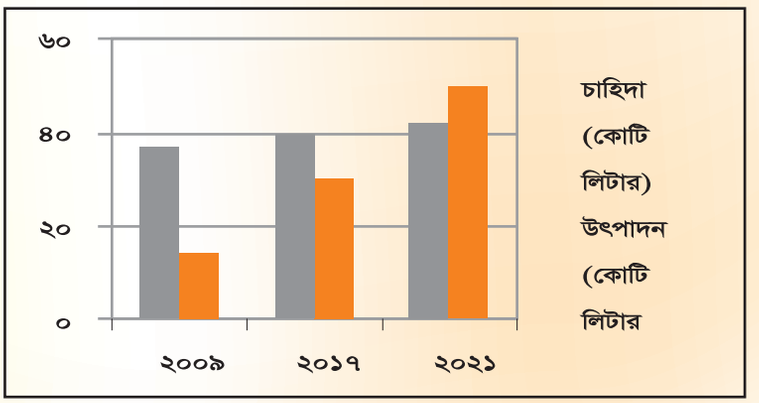

৬। পানি সরবরাহের উৎস এবং সমস্যা :

পানির উৎস মুলত দুইটি - ক) ভূগর্ভস্থ এবং ভূ-উপরিস্থ

ভূ-উপরিস্থ পানি: চট্টগ্রামে ভু উপরিস্থ পানির উৎস মুলত দুইটি - ক) হালদা নদী এবং কর্ণফুলি নদী । বর্তমানে মোহরা পানি শোধনাগার ও মদুনাঘাট পানি শোধনাগারে হালদা নদী হতে এবং শেখ হাসিনা পানি শোধনাগারে কর্নফুলী নদী হতে পানি উত্তোলন করে ট্রিটমেন্ট করে সুপেয় এবং নিরাপদ পানি চট্টগ্রাম শহরে সরবরাহ করা হচ্ছে। নির্মানাধীন কর্নফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্প ফেজ-২ এবং ভান্ডালজুরী পানি সরবরাহ প্রকল্পে কর্ণফুলি নদী হতে পানি উত্তোলন করে ট্রিটমেন্ট করে সুপেয় এবং নিরাপদ পানি চট্টগ্রাম শহরে সরবরাহ করা হবে। **বর্তমানে চট্টগ্রাম ওয়াসা ৮৮% পানি ভূ- উপরিস্থ উৎস থেকে আহরণ করে সরবরাহ করে থাকে।**

ভূগর্ভস্থ পানি: চট্টগ্রাম শহরে ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎস নির্ভরশীল নয়। ভূ-গর্ভস্থ পানিতে রয়েছে অত্যধিক আয়রন এবং পানির স্তর দ্রুত নীচে নেমে যাচ্ছে। তাছাড়া ভূ-গর্ভস্থ মাটির সাথে পাথর থাকায় গভীর নলকূপ খনন কষ্টসাধ্য। **বর্তমানে চট্টগ্রাম ওয়াসা মাত্র ১২% পানি ভূ-গর্ভস্থ উৎস থেকে আহরণ করে সরবরাহ করে থাকে।** ২০২১ সালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমুহ চালু হলে চট্টগ্রাম ওয়াসা আর ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন করবে না।

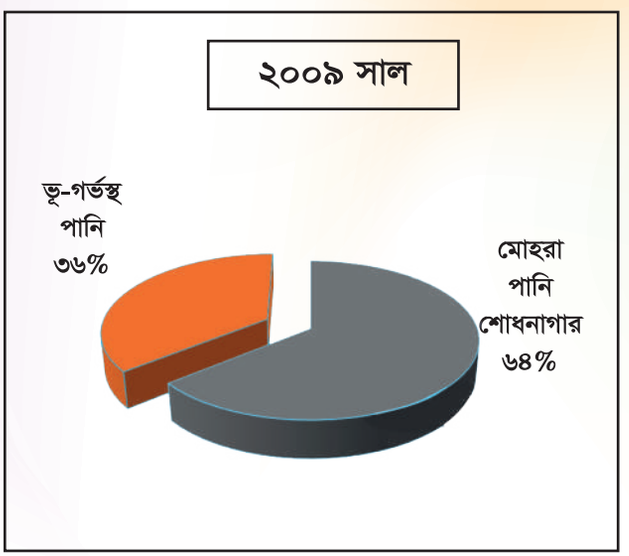

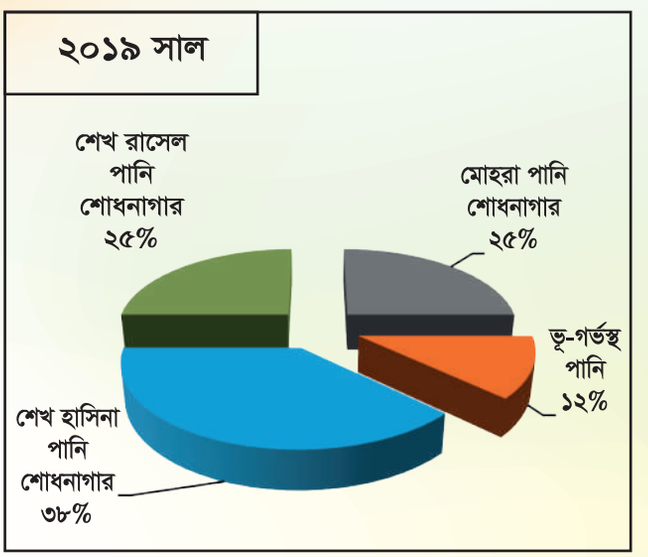

৭। ২০০৯ সালের পর সাময়িক পানি সমস্যা সমাধানে গৃহীত কার্যক্রম :

- **মোহরা ও কালুরঘাট পানি শোধনগার পূনর্বাসন প্রকল্প:-** এ প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান মোহরা ও কালুরঘাট পানি শোধনাগারের পুরাতন ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল যন্ত্রাদি পরিবর্তন করে নতুন প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, মোহরা পানি শোধনাগারকে সম্পূর্ন অটোমেশনের আওথায় আনা হয়েছে এবং কালুরঘাট প্লান্টে একটি ভূ-গর্ভস্থ সার্ভিস জলাধার ও একটি জেনারেটার হাউস নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের জাপানী ঋণ মওকুফ তহবিল এর আর্থিক সহায়তায় জুন ২০১২ সালে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।

■ **জরুরী পানি সরবরাহ প্রকল্প:-** এ প্রকল্পের আওতায় ৩০ টি গভীর নলকূপ ও ২০ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় ২০১৩ সালের জুলাইয়ে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।

■ বিদ্যুৎ সংকট মোকাবেলায় ২০টি গভীর নলকূপ পাম্পষ্টেশনে ষ্টেন্ডবাই ডিজেল জেনারেটর স্থাপন।
■ লো-ভোল্টেজ সংক্রান্ত সমস্যা দূরীকরনে ১০টি গভীর নলকূপ পাম্পষ্টেশনে অটোমেটিক ভোল্টেজ রেগুলেটার (এভিআর) স্থাপন করা হয়েছে ।

৮। বিগত ১০ বছরে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ:

বাস্তবায়িত প্রকল্পঃ

➢ **কর্নফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্প:**

প্রকল্প ব্যয়: ১৮৪৮ কোটি টাকা।
অর্থায়ন: বাংলাদেশ সরকার, জাইকা ও চট্টগ্রাম ওয়াসা।
প্রকল্প সমাপ্তিঃ জুন ২০১৭।
প্রকল্পের অঙ্গসমুহ: ক) পানি শোধনাগার (শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার) ঃ দৈনিক ১৪ কোটি লিটার উৎপাদন সক্ষমতা।
খ) ট্রান্সমিশন ও প্রাইমারী ডিস্ট্রিবিউশন পাইপ লাইন স্থাপন ঃ ৬৮.৪ কি.মি।
গ) রিজার্ভার নির্মাণ- ০২ টি (নাসিরাবাদ এবং বাটালি হিল)।

● জাইকা'র সহায়তায় কর্ণফুলী নদী থেকে পানি সরবরাহ করার জন্য একটি প্রকল্পের কাজ ১৯৯৯ সাল হাতে নেওয়া হয়।
● ২০০৬ সালে প্রকল্পটি কর্ণফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্প (KWSP) নামে একনেক হতে অনুমোদিত হয়। কিন্তু ভূমি অধিগ্রহন সংক্রান্ত জটিলতার কারনে প্রকল্পটি প্রায় বন্ধের উপক্রম হয়।
● ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকার ও চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রচেষ্টায় ভুমি অধিগ্রহন সকল জটিলতা কাটিয়ে প্রকল্প কাজ শুরু হয়।
● গত ০১ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়।
● মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৭ সালের ১২ মার্চ এ পানি শোধনাগারের শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০১৭ সালের ১২ মার্চ শেখ হাসিনা পানি শোধনাগারের শুভ উদ্বোধনের আলোকচিত্র

➢ **চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ উন্নয়ন ও পয়:নিষ্কাশন প্রকল্প :**

প্রকল্প ব্যয়: ১৮৯০ কোটি টাকা।
অর্থায়ন: বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব ব্যাংক ও চট্টগ্রাম ওয়াসা।

প্রকল্প শুরুর তারিখ: জানুয়ারী ২০১১।
প্রকল্প সমাপ্তির তারিখঃ ডিসেম্বর ২০২০।

প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমুহ:

- প্রকল্পের আওতায় মদুনাঘাটে দৈনিক ৯ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন পানি শোধনাগার নির্মান করা হয়েছে এবং বর্তমানে মদুনাঘাট শেখ রাসেল পানি শোধনাগার হতে চট্টগ্রাম মহানগরীতে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।
- প্রকল্পের আওতায় দুইটি প্যাকেজে ১০৬ কিলোমিটার ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইন নির্মান কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে এবং অপর একটি প্যাকেজে কালুরঘাট হতে পতেঙ্গা বুস্টার পর্যন্ত ট্রান্সমিশন পাইপলাইন সহ প্রায় ৩০ কি.মি পাইপলাইন স্থাপন কাজ চলছে।
- প্রকল্পের আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে কাজ চলছে।

শেখ রাসেল পানি শোধনাগার

শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমুহঃ

➢ **কর্ণফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্প (ফেজ-২) :**

প্রকল্প ব্যয় : ৪৪৮৯.১৫ কোটি টাকা (১ম সংশোধন)।
অর্থায়ন: বাংলাদেশ সরকার, জাইকা ও চট্টগ্রাম ওয়াসা।
প্রকল্প শুরুর তারিখ ঃ এপ্রিল ২০১৩।
প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ জানুয়ারী ২০২২।

প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমুহ:

● প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গুনিয়ার পোমরায় শেখ হাসিনা পানি শোধনাগারের পার্শ্বে দৈনিক ১৪ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন আরও একটি পানি শোধনাগার নির্মান করা হয়েছে এবং পরীক্ষামূলকভাবে পানি চট্টগ্রাম মহানগরে সরবরাহ করা হচ্ছে।

● চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রায় ৬৫০ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন এবং মহানগরীর উত্তর, মধ্য এবং পূর্বাংশকে ৫৯ টি ডিসট্রিক্ট মিটারিং এরিয়াতে বিভক্ত করা হবে যার ফলে চট্টগ্রাম মহানগরীতে একটি আধুনিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হবে।

● প্রকল্পের সবগুলো প্যাকেজেই কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে।

● প্রকল্পটি শেষ হলে ভূ-উপরস্থ পানি (Surface Water) হতেই চট্টগ্রাম মহানগরীর শতভাগ পানির চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে এবং চট্টগ্রাম মহানগরীতে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন বন্ধ হয়ে যাবে।

রাঙ্গুনিয়ায় নির্মাণাধীন পানি শোধনাগার-২

নির্মাণাধীন নাসিরাবাদ রিজার্ভার

নির্মাণাধীন হালিশহর এলিভেটেড ট্যাংক

➢ **ভান্ডাল জুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প :**

প্রকল্প ব্যয় : ১০৩৬ কোটি টাকা।
অর্থায়ন: বাংলাদেশ সরকার, ইডিসিএফ, দক্ষিন কোরিয়া ও চট্টগ্রাম ওয়াসা।
প্রকল্প শুরুর তারিখ : অক্টোবর ২০১৫।
প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ সেপ্টেম্বর ২০২০।

কর্ণফুলী নদীর বামতীরে অবস্থিত কাফকো, সিইউএফএল, কোরিয়ান ইপিজেড, আনোয়ারাস্থ চায়না ইকোনমিক জোন, গড়ে ওঠা শিল্পকারখানাসহ আবাসিক এলাকার পানির চাহিদা মিটানোর জন্য এ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের ঠিকাদার মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করেছে।

প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমুহ:

- ৬৬ এমএলডি উৎপাদন ক্ষমতার ইনটেক নির্মান।
- ৬০ এমএলডি ক্ষমতা সম্পন্ন পানি শোধনাগার নির্মাণ কাজ।
- ৫১.৫০ কিঃমিঃ ট্রান্সমিশন পাইপলাইন নির্মাণ কাজ।
- ৮১.৮০ কিঃমিঃ ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইন নির্মাণ কাজ।
- আনোয়ারা এলাকায় ১০০০০ কিউবিক মিটারের ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ কাজ।
- পটিয়া এলাকায় ৩০০০ কিউবিক মিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ভূউপরিস্থ জলাধার নির্মাণ কাজ।

➢ **চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়):**

চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ উন্নয়ন ও পয়:নিষ্কাশন প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম শহরের জন্য স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণয়নকৃত মাস্টারপ্ল্যানের সুপারিশ অনুযায়ী, শহরের ০১ টি জোনের জন্য চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৭/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়েছে।

প্রকল্প ব্যয়ঃ ৩৮০৮.৫৭ কোটি টাকা।
অর্থায়ন: বাংলাদেশ সরকার ও চট্টগ্রাম ওয়াসা।
প্রকল্প শুরুর তারিখঃ ০১ জুলাই ২০১৮।
প্রকল্প সমাপ্তির তারিখঃ ৩০ জুন ২০২৩।

➢ প্রকল্পের আওতায় দৈনিক ১০ কোটি লিটার পরিশোধন ক্ষমতাসম্পন্ন ০১ টি সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ,দৈনিক ৩০০ ঘনমিটার পরিশোধন ক্ষমতাসম্পন্ন ০১ টি ফেক্যাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং ২০০ কিলোমিটার পয়: পাইপলাইন নির্মান করা হবে । এতে চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রায় ২০ লক্ষ লোক উন্নত পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার আওতায় আসবে।

➢ বর্তমানে প্রকল্পের ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে।

১০। বর্তমান সরকারের রুপকল্প-২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম ওয়াসার ইন্টারনেট ভিত্তিক সবার তালিকা:

- ওয়েবসাইটে এর মাধ্যমে জনস্বার্থে বিভিন্ন তথ্য প্রদান (www.ctg-wasa.org.bd)
- Online Billing System এর মাধ্যমে গ্রাহকবৃন্দকে তাঁদের পানির বিল সংক্রান্ত নানা তথ্যাদি প্রদান।
- গ্রাহকবৃন্দের অভিযোগ প্রদানের জন্য ওয়েবসাইটে Complain Box সংযোজন।
- মোবাইল অপারেটরদের (GP, Robi) মাধ্যমে গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধিত বিলের তথ্য চট্টগ্রাম ওয়াসার কম্পিউটার সার্ভারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হালনাগাদকরণ।
- SMS এর মাধ্যমে গ্রাহকবৃন্দকে পানির বিলের তথ্য ও বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি অবহিতকরণ।
- চট্টগ্রাম ওয়াসার সকল দরপত্র কাজ ই-টেন্ডারিং ওয়েব পোর্টাল E-GP (www.eprocure.gov.bd) এর মাধ্যমে সম্পন্নকরণ।
- গভীর নলকূপের লাইসেন্স সংক্রান্ত বিল পরিশোধের জন্য কম্পিউটারের ডাটাবেইজে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংরক্ষণের মাধ্যমে গ্রাহকবৃন্দকে প্রিন্টেড বিল প্রদান, অনলাইনের মাধ্যমে তাঁদের লাইসেন্স সংক্রান্ত বিল ও নানা তথ্যাদি প্রদান।
- গভীর নলকূপের লাইসেন্স সংক্রান্ত বিল পরিশোধের পর সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দকে নিশ্চিতকরণ ঝগঝ প্রদান।
- পানির বিল পরিশোধের পর সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দেকে বিল পরিশোধের নিশ্চিতকরণ ঝগঝ প্রদান।

চট্টগ্রাম ওয়াসা'র অর্জন

স্থাপনা	১৯৬৩ সাল হতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত	২০০৯ সাল হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত	সর্বমোট
ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার	১টি	৩ টি	৪ টি
পাইপলাইন	৫২২ কি:মি:	২৩০ কি:মি:	৭৫২ কি.মি
পাইপলাইন পূর্নবাসন	-	৬৫০ কি:মি:	৬৫০ কি:মি:
পানি উৎপাদন	১৪ কোটি লিটার	৩৬ কোটি লিটার	৫০ কোটি লিটার
গ্রাহক সংযোগ	৪০,০০০ টি	৩২,০০০ টি	৭২,০০০ টি
রাজস্ব (মাসিক)	২.৫ কোটি টাকা	৯.৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি	১২ কোটি টাকা

- চট্টগ্রাম ওয়াসা ২০১৮ সালে প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতা ও মানসম্পন্ন কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ Global Trade Leaders Club, Spain হতে ৯৩ টি দেশের প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে **International Construction Award** অর্জন করেছে।
- পরিশোধিত পানির গুনগত মান এবং পানি শোধনাগারের কমপ্লায়েন্স অর্জনের ফলে চট্টগ্রাম ওয়াসা বাংলাদেশের প্রথম পানি সরবরাহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে **ISO 9001:2015** সনদ প্রাপ্ত হয়েছে।
- চট্টগ্রাম ওয়াসা টেকসই উন্নয়নের পূর্বশত হিসেবে ৮৮% ভু-উপরিস্থ পানি পরিশোধিত করে সরবরাহ করে যা ২০২০ সালে শতভাগে উন্নীত হবে।
- চট্টগ্রাম ওয়াসা ২০২১ সালের মধ্যে Sustainable Development Goal অর্জনে চট্টগ্রাম শহরের শতভাগ জনসাধারনকে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহ করবে।
- চট্টগ্রাম ওয়াসা Sustainable Development Goal-6.2 অর্জনে পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপনে প্রকল্প গ্রহন করেছে।

বিগত এক দশকে চট্টগ্রামের পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও অর্জন বিগত কয়েক দশকের কাছাকাছি। অনেক ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি ।

Global Trade Leaders Club, Spain হতে International Construction Award

চট্টগ্রাম ওয়াসার নির্মানাধীন নতুন ভবনঃ

- চট্টগ্রাম ওয়াসা প্রাঙ্গনে দুইটি বেজমেন্টসহ ২০ তলা অফিস ভবন নির্মান করা হচ্ছে।
- প্রথম পর্যায়ে বিশতলা ভবনের ফাউন্ডেশন, দুইটি বেজমেন্টসহ তিনতলা ভবন নির্মান করা হচ্ছে।
- ২০ তলা ভবনটিতে আধুনিক অগ্নি-নির্বাপন ব্যবস্থা , হেলিপ্যাড সুবিধা এবং আধুনিক পার্কিং ব্যবস্থা থাকবে।

চট্টগ্রাম ওয়াসার নির্মানাধীন নতুন ভবন

চট্টগ্রাম ওয়াসার নির্মানাধীন নতুন ভবন

চট্টগ্রাম ওয়াসার নির্মানাধীন নতুন ভবন

১১। গৃহীত গ্রাহক যোগাযোগ ও গ্রাহক বান্ধব কর্মকান্ড:

- গ্রাহকদের সাথে মতবিনিময় সভা।
- টেলিভিশনে বিভিন্ন তথ্যাদি প্রচার।
- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পানির বিল পরিশোধ।
- গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি ও নৈতিকতা বজায় রাখার জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদান।
- উর্দ্ধতন কর্মকর্তা সমন্বয়ে ভিজিল্যান্স টিম গঠন করা হয়েছে যারা গভীর রাত্রে বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শনসহ লিকেজ সনাক্তকরন ও অন্যান্য অনিয়ম চিহ্নিত করে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করে থাকেন।
- সংশ্লিষ্ট মিটার পরিদর্শক, রাজস্ব তত্ত্বাবধায়ক ও রাজস্ব কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মাসিক সভা।
- খেলাপি গ্রাহকদের সাথে বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে ও তাদের সমস্যাদি জানার জন্য মাসিক আলোচনা সভা ।
- ওয়াসা ভবনের প্রবেশ মূখে গ্রাহকদের তথ্যাদি জানার সুবিধার্থে অনুসন্ধান ও তথ্য-কেন্দ্র স্থাপন।

১২। পানির গুনগত মান নিয়ন্ত্রন :

মোহরা পানি শোধনাগার ,শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার এবং মদুনাঘাট পানি শোধনাগারে অবস্থিত চট্টগ্রাম ওয়াসার পরীক্ষাগারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী পানির সকল ধরনের প্যারামিটার পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এছাড়া ব্যবহারকারীর প্রান্তে পানির গুনগত মান নিয়ন্ত্রন নিশ্চিতকল্পে নগরীর বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিমাসে ২৪০ টি পানির নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করা হয় । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে সরবরাহকৃত পানির গুনগত মান নিয়ন্ত্রন করা হয়ে থাকে।

চট্টগ্রাম ওয়াসার পানি উৎপাদন ব্যবস্থার আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতিস্বরুপ চট্টগ্রাম ওয়াসা বাংলাদেশের প্রথম পানি সরবরাহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইতোমধ্যে ISO 9001:2015 সনদ প্রাপ্ত হয়েছে।

১৩। পানি সাশ্রয় উদ্বুদ্ধকরন কার্যক্রম:

বর্তমানে চট্টগ্রাম শহরের মোট চাহিদার প্রায় ৭০% পানি চট্টগ্রাম ওয়াসা সরবরাহ করতে সক্ষম। এরূপ পরিস্থিতিতে পানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী ভূমিকা পালন করা সকলের কর্তব্য। এ লক্ষ্যে নতুন প্রজন্মকে পানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী, পানি অপচয় রোধ প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন করার উদ্দেশ্যে পানি সাশ্রয় উদ্বুদ্ধকরন স্কুল কার্যক্রমের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এর আওতায় নগরীর বিভিন্ন স্কুলে পানির গুরুত্ব, এর সঠিক ব্যবহার, পানি সাশ্রয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে আলোচনা, তথ্যচিত্র প্রদর্শন ও উপহার সামগ্রী বিতরন করা হয়।

“শেখ রাসেল পানি শোধনাগার” এর পরিচিতি

শেখ রাসেল পানি শোধনাগার ২০১৮খ্রিঃ সালে নির্মাণ করা হয়, যার উৎপাদন ক্ষমতা ৯০ এমএলডি। বিগত ০১ নভেম্বর, ২০১৮ ইং হতে শেখ রাসেল পানি শোধনাগারের উৎপাদিত পরিশোধিত পানি কর্তৃপক্ষের কালুরঘাট আইআরপি এণ্ড বুষ্টার স্টেশনে স্থাপিত রিজার্ভারের মাধ্যমে শহর এলাকায় প্রেরণ করা হচ্ছে।

শেখ রাসেল পানি শোধনাগারে ০২(দুই) ধরনের ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটি রয়েছে-
১। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটি।
২। স্লাজ ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটি।

ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটি

ইনটেক ষ্টেশনঃ- শেখ রাসেল পানি শোধনাগারের পানির উৎস হলো হালদা নদী। ইনটেক ষ্টেশনের উদ্দেশ্য হলো নদীর পানিকে অত্র স্থাপনার রিসিভিং ওয়েল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া। বর্তমানে ১২৫ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ০৪(চার)টি পাম্পের মাধ্যমে দৈনিক সর্বোচ্চ ১০০ এমএলডি পানি পরিশোধনের জন্য হালদা নদী হতে উত্তোলন করে রিসিভিং ওয়েলে প্রেরণ করা হচ্ছে।

রিসিভিং ওয়েল/মিক্সিং চেম্বারঃ ০৪(চার)টি এলাম পাম্প, ০৩(তিন)টি লাইম পাম্প, ০২(দুই)টি পলিমার পাম্প এবং ০৪(চার)টি ক্লোরিণ বুষ্টার পাম্পের মাধ্যমে রিসিভিং ওয়েলে কেমিক্যাল ডোজিং (লাইম, এলাম, পলিমার এবং ক্লোরিণ) করা হয় এবং হাইড্রোলিক মিক্সিং এর মাধ্যমে পানিতে কেমিক্যালের যথাযথ মিশ্রন নিশ্চিত করা হয়। এই সেকশনে কোয়াগুলেশন শুরু হয়।

ফ্লোকুলেটরঃ ০৬ ((ছয়)টি ইনটেক গেটের মাধ্যমে ফ্লোকুলেটরের ব্যাফেল চ্যানেলে পানির ফ্লো নিয়ন্ত্রণ করা হয়। রিসিভিং ওয়েল হতে আগত কেমিক্যাল মিশ্রিত পানি ব্যাফেল চ্যানেলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় পানির গতি নিয়ন্ত্রণ হয় এবং পর্যায়ক্রমে ফ্লোক দানা বাধতে শুরু করে। যথাযথভাবে ফ্লোক দানা বাধার জন্য কেমিক্যাল মিশ্রিত পানি ৩০ মিনিট ফ্লোকুলেটর ইউনিটে অবস্থান করে।

ক্ল্যারিফায়ারঃ ফ্লোকুলেটরের ব্যাফেল চ্যানেল হতে পানি ক্ল্যারিফায়ারে প্রবেশ করে। উক্ত সময় পানি প্রবাহের গতি আরো কমে যাওয়ায় ফ্লোক সমূহ ক্ল্যারিফায়ারের নিচে স্লাজ হিসেবে বসে যায়। ০৬ (ছয়) টি স্লাজ কালেক্টরের মাধ্যমে স্লাজ সমূহকে স্লাজ পিটে নেয়া হয়। স্লাজ পিট হতে ২৪ টি নিউমেটিক ডি-স্লাজ ভাল্বের মাধ্যমে স্লাজ সমূহকে ড্রেনেজ ট্যাংকে নেয়া হয়। ফ্লোক সমূহের যথাযথ সেডিমেন্টেশনের জন্য কেমিক্যাল মিশ্রিত পানি ৮০ মিনিট ক্ল্যারিফায়ারে অবস্থান করে।

রেপিড সেন্ড ফিল্টারঃ পূর্ববর্তী ধাপসমূহে সংগঠিত কোয়াগুলেশন, ফ্লোকুলেশন ও ক্ল্যারিফিকেশন প্রসেসের মাধ্যমে নদীর পানির অধিকাংশ টার্বিডিটি দূরীভূত হয়। বাকি টার্বিডিটি রেপিড সেন্ড ফিল্টারের মাধ্যমে দূরীভূত করা হয়। রেপিড সেন্ড ফিল্টারের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় নদীর পানিতে থাকা অবশিষ্ট কণা, আঠালো অপদ্রব্য সমূহ ফিল্টার মিডিয়ায় আটকে যায়।

ক্লিয়ার ওয়েল ট্যাংকঃ ফিল্টার হতে পরিশোধিত পানি ৬৩০০ ঘনমিটার রিজার্ভারে জমা হয়। পরিশোধিত পানি ফিল্টার হতে রিজার্ভারে যাওয়ার পূর্বে জীবাণুমুক্তকরনের জন্য পোস্ট ক্লোরিনেশন করা হয়।

ট্রান্সমিশন পাম্প ষ্টেশনঃ ১১০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ০৫(পাঁচ) টি ট্রান্সমিশন পাম্পের মাধ্যমে ৯০ এমএলডি পরিশোধিত পানি কর্তৃপক্ষের কালুরঘাট আইআরপি এন্ড বুষ্টার ষ্টেশনে অবস্থিত রিজার্ভারে প্রেরণ করা হয়।

স্লাজ ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটি

ড্রেনেজ ট্যাংকঃ ড্রেনেজ ট্যাংকের কাজ হলো ক্ল্যারিফায়ার থেকে আসা স্লাজ ও ডি-ওয়াটারিং ইউনিট এর রিটার্ন ওয়াটার ট্যাংক হতে আগত পানি ধরে রাখা এবং স্লাজ যাতে ট্যাংকের নিচে জমতে না পারে সে ব্যবস্থা করা। স্লাজ মিক্সারের মাধ্যমে অত্র ট্যাংকের স্লাজ সমূহকে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় রাখা হয় এবং স্লাজ পাম্পের মাধ্যমে থিকেনারে পাঠানো হয়।

থিকেনারঃ থিকেনার এর ০২(দুই)টি উৎস রয়েছে। একটি হলো ব্যাকওয়াশ ওয়েস্ট ওয়াটার এবং অন্যটি হলো ড্রেনেজ ট্যাংক থেকে আসা স্লাজ। স্লাজ পরিশোধনের প্রথম পর্যায় থিকেনারে শুরু হয়। থিকেনারের প্রধান কাজ হলো স্লাজ হতে পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে স্লাজ ঘন করা এবং ঘন স্লাজকে পাম্পের মাধ্যমে ডি-ওয়াটারিং ফ্যাসিলিটিতে প্রেরণ করা।

ডি-ওয়াটারিং ফ্যাসিলিটিঃ থিকেনার হতে আগত স্লাজসমূহকে স্লাজ ষ্টোরেজ ট্যাংকে রাখা হয়। ডি-ওয়াটারিং বিল্ডিং এ মোট ০৩ (তিন)টি স্লাজ ষ্টোরেজ ট্যাংক রয়েছে, যার প্রতিটিতে ঘূর্ণায়মান স্লাজ মিক্সার রয়েছে। ০৪(চার)টি ফিড পাম্পের সাহায্যে স্লাজ ষ্টোরেজ ট্যাংকের ঘন স্লাজসমূহকে ডি-ওয়াটারিং ইউনিটে পাঠানো হয়। ল্যাবের মাধ্যমে স্লাজের ঘনত্ব পরীক্ষা করা হয়। পরবর্তীতে পলিমার ফিড পাম্পের মাধ্যমে সঠিক পরিমানে পলিমার ডি-ওয়াটারিং ইউনিটে পাঠানো হয়। স্লাজ ডি-ওয়াটারিং ইউনিট স্লাজ থেকে পানি এবং স্লাজ আলাদা করার কাজ করে এবং স্লাজ কেক (স্লাজে ৮০% পানি থাকে) উৎপাদন করে। স্লাজ কেককে কনভেয়ার বেল্টের মাধ্যমে হপার/কেক ইয়ার্ডে প্রেরণ করা হয়।

শেখ রাসেল পানি শোধনাগার

শেখ রাসেল পানি শোধনাগার

শেখ রাসেল পানি শোধনাগার

শেখ রাসেল পানি শোধনাগার

শেখ রাসেল পানি শোধনাগার

শেখ রাসেল পানি শোধনাগার

শেখ রাসেল পানি শোধনাগার

শেখ রাসেল পানি শোধনাগার

শেখ রাসেল পানি শোধনাগার

শেখ রাসেল পানি শোধনাগার